যুব বার্তা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মুখপত্র

বর্ষ: ২০ ■ সংখ্যা: ৫৯ ■ জুলাই ২০২৫

'জুলাইয়ে আন্দোলনের সময় মানুষ ভীষণ উজ্জীবিত ছিল। অনেকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় এবং পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েও এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। যারা লড়েছেন, তাদের কাছে মরণাস্ত্র দূরের কথা, প্রাথমিক প্রশিক্ষণও ছিল না'

–আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

'আজকের যুবসমাজই আগামী দিনের নেতৃত্ব। তাদের দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে একটি উদ্ভাবনী ও টেকসই জাতি গঠন সম্ভব। সরকারের গৃহীত যুববান্ধব নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নে সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে'

–মোঃ মাহবুব-উল-আলম
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

▷ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিবের যোগদান
▷ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন কর্মসূচির ঈর্ষণীয় সাফল্য
▷ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিবের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিদর্শন
▷ পেশা হিসেবে ফ্রিল্যান্সিংয়ের গুরুত্ব, সমস্যা ও সম্ভাবনা
▷ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়ন ও নতুন কোর্সের সুপারিশকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

যুব বার্তা

বর্ষ: ২০ ■ সংখ্যা: ৫৯ ■ জুলাই ২০২৫

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদক
এম এ আখের
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

বার্তা সম্পাদক
মোঃ সেলিমুল ইসলাম
উপপরিচালক (প্রশাসন-১)

সহকারী সম্পাদক
মোঃ জাকারিয়া জামিল
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)

সহকারী সম্পাদক
মোঃ আমিরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-৬)

অলংকরণ
বাইজিদ আহমেদ
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ শাহজাহান ভূঞা
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

শাহানাজ আহাম্মেদ সাথী
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

আলোকচিত্রী
মোঃ লুৎফর রহমান

সম্পাদকীয়

জুলাই গণঅভ্যুত্থান, থ্রি-জিরো দর্শন এবং বাংলাদেশ ২.০ নির্মাণে যুবসমাজ

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল ও বৈপ্লবিক অধ্যায়। এটি কেবল একটি রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ নয়; এটি ছিল বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠীর নৈতিক সাহস, গণতান্ত্রিক চেতনা ও বৈষম্যবিরোধী চেতনার এক প্রাণবন্ত অভিব্যক্তি।

এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পেছনে যে বিশাল শক্তিটি কাজ করেছে, তা হলো দেশের ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবসমাজ—যাদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। অধিদপ্তর শুধু প্রশিক্ষণ নয়, আত্মকর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে যে যাত্রা শুরু করেছিল, তার বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখতে পেলাম এই অভ্যুত্থানে ব্যাপকহারে যুবসমাজের অংশগ্রহণে।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ২.০ বিনির্মাণের ধারণা সামনে এসেছে—একটি নতুন বাংলাদেশ, যেখানে থাকবে না দুঃশাসন, দুর্নীতি কিংবা বৈষম্য। এই বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে আমাদের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ হলো যুবসমাজ। এই কাজের দিকনির্দেশক হিসেবে আমাদের সামনে রয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইউনুস প্রদত্ত 'থ্রি-জিরো' তত্ত্ব—Zero Poverty, Zero Unemployment, Zero Net Carbon Emissions।

এই তিন শূন্য দর্শন শুধু উন্নয়ন কৌশল নয়, এটি একটি জীবনবোধ— যেখানে মানুষ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ভারসাম্যের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যায়।

> অধিদপ্তরের লক্ষ্য হলো প্রতিটি তরুণকে এমন দক্ষতা দেয়া, যাতে সে শুধু চাকরির সন্ধান না করে, বরং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী উদ্যোক্তা হয়ে ওঠে

১. Zero Poverty (শূন্য দারিদ্র্য)

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অন্যতম মূল লক্ষ্য হলো যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলা। এটি দারিদ্র্য দূরীকরণে সরাসরি ভূমিকা রাখে। প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ, স্টার্টআপ পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যবসা-পরিকল্পনায় সহায়তার মাধ্যমে আমরা এমন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে চাই, যেখানে দারিদ্র্য হার ধীরে ধীরে শূন্যের দিকে যাবে।

২. Zero Unemployment (শূন্য বেকারত্ব)

বাংলাদেশের একটি বড় অংশ বেকার বা আংশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত। অধিদপ্তরের লক্ষ্য হলো প্রতিটি তরুণকে এমন দক্ষতা দেয়া, যাতে সে শুধু চাকরির সন্ধান না করে, বরং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী উদ্যোক্তা হয়ে ওঠে। কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণই হতে পারে এই লক্ষ্য অর্জনের ভিত্তি।

৩. Zero Net Carbon Emissions (শূন্য নিট কার্বন নির্গমন)

জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশ ২.০ গড়ার ক্ষেত্রে পরিবেশগত দায়বদ্ধতা অপরিহার্য। নবায়নযোগ্য শক্তি, পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ ও সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে যুবসমাজ একটি পরিবেশ-সচেতন উন্নয়ন কৌশলের অংশীদার হতে পারে। এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোগে যুবদের সম্পৃক্ত করাও আমাদের কর্তব্য।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান: থ্রি-জিরোর বাস্তব প্রেরণা

জুলাই গণঅভ্যুত্থান শুধুই এক রাজনৈতিক পালাবদল নয়, এটি ছিল এক মূল্যবোধগত বিপ্লব। তরুণদের এই জাগরণে আমরা দেখতে পাই সামাজিক ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা, দারিদ্র্যমুক্ত জীবনের স্বপ্ন এবং একটি বাসযোগ্য, সমানাধিকারভিত্তিক ভবিষ্যতের দাবি।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এখন এমন এক প্রজন্মের সাথে কাজ করছে যারা সাহসী, প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন এবং ন্যায়ের পক্ষে সোচ্চার। এই সুযোগকে আমরা যদি যুগোপযোগীভাবে কাজে লাগাতে পারি, তবে বাংলাদেশ ২.০ কেবল স্বপ্ন নয়—এটি হতে পারে একটি সুশৃঙ্খল ও টেকসই বাস্তবতা।

এজন্য দরকার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। দরকার এমন এক কৌশল, যেখানে যুব উন্নয়ন কেবল কর্মসংস্থান নয়—নাগরিকত্ব, নেতৃত্ব, জলবায়ু সচেতনতা এবং উদ্যোক্তা সংস্কৃতিকে জোরদার করে।

ত্রৈমাসিক যুব বার্তা-র এই সংখ্যাটি আমরা উৎসর্গ করছি সেই সাহসী যুবসমাজকে, যারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টেছে; যাদের হাতেই গড়া হবে নতুন বাংলাদেশ—একটি Three Zeros Bangladesh, একটি বাংলাদেশ ২.০।

এম এ আখের
সম্পাদক

জুলাই যোদ্ধাদের প্রচেষ্টা ছিল শেষ না হওয়া ম্যারাথনের মতো : আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

যুববার্তা ডেস্ক

যুব ও ক্রীড়া এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, বিগত ৭ বছরের স্বৈরাচার উৎখাতে জুলাই যোদ্ধাদের প্রচেষ্টা ছিল একটি শেষ না হওয়া ম্যারাথনের মতো। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধে বহু মানুষ জীবন দিয়েছেন। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ততদিন জাতি তাদের কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। ছাত্র-জনতার জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে ১৮ জুলাই সকালে এক প্রতীকী ম্যারাথন শুরুর আগে আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি) প্রাঙ্গণে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো প্রতীকী এ ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়। প্রতীকী ম্যারাথনে অংশগ্রহণের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। ম্যারাথনে সহস্রাধিক যুব ও যুব নারী অংশগ্রহণ করেন। প্রতীকী ম্যারাথনের সম্মুখভাগে ছিলেন জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানে আহত এবং শহীদ পরিবারের সদস্যগণ। প্রতীকী ম্যারাথনটি রাজধানীর শেরে বাংলানগর পুরাতন বাণিজ্য মেলা মাঠ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে পাঁচ কিলোমিটার ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। ম্যারাথন আয়োজনে উক্ত এলাকাটি উৎসবে রূপলাভ করে।

মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, জুলাইয়ে আন্দোলনের সময় মানুষ ভীষণ উজ্জীবিত ছিল। অনেকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় এবং পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েও এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। যারা লড়েছেন, তাদের কাছে মরণাস্ত্র দূরের কথা, প্রাথমিক প্রশিক্ষণও ছিল না। তবু দেশপ্রেম আর প্রতিশ্রুতির শক্তিতে তারা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের এই দেশ গড়ার সংগ্রামও দীর্ঘ ম্যারাথনের মতো। যত কষ্ট হোক, যত সময় লাগুক এই লড়াই আমাদের শেষ করতেই হবে। জুলাই-আগস্টে শহীদ ও আহত যোদ্ধাদের স্মরণের উদ্দেশ্যে এই ম্যারাথনের আয়োজন উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, তাদের কল্যাণে তহবিল সংগ্রহ করা হবে।

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা তাঁর বক্তব্যের শেষদিকে বলেন, জুলাই স্মরণে সরকারের অনেক আয়োজনের মধ্যে ম্যারাথন একটি। জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের তহবিল সংগ্রহের জন্য আবারও ম্যারাথনের আয়োজন করা হবে। সেখানে আরও বেশি সংখ্যক অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

প্রতীকী ম্যারাথন উদ্বোধন শেষে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা ম্যারাথনে অংশ নেন। ম্যারাথন বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র থেকে গণভবন, আসাদ গেইট, মানিক মিয়া এভিনিউ, খামার বাড়ি মোড় ও বিজয় সরণি মেট্রোরেল স্টেশন প্রদক্ষিণ শেষে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার সড়কে অনুষ্ঠিত ম্যারাথনে অসংখ্য নারী-পুরুষ অংশ নেয়। ম্যারাথন শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে প্রথম তিন বিজয়ীকে পুরস্কৃত করা হয় এবং ৩৬ জনকে (১৮ নারী ও ১৮ পুরুষ) ক্রেস্ট ও সম্মাননা দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব জনাব সাইফুল্লাহ পান্না, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের

প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর একাংশ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিদর্শন

যুববার্তা ডেস্ক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম গত ২৯.০৬.২০২৫ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ও আগ্রহের সৃষ্টি করে তাঁর এ শুভ উপস্থিতি। উল্লেখ্য, তিনি গত ৪ঠা মে ২০২৫ তারিখে সচিব পদে যোগদান করেন।

সচিব মহোদয়ের পরিদর্শন উপলক্ষে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এক অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। এ সময় অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন দেশের সকল উপ-পরিচালক, কো-অর্ডিনেটর ও ডেপুটি কো-অর্ডিনেটরগণ।

সভায় স্বাগত বক্তব্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের বিস্তারিত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন এবং বিদ্যমান কিছু কিছু সমস্যার উল্লেখ করেন। এ সকল সমস্যা সমাধানে তিনি সচিব মহোদয়ের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

সভায় অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম, অর্জন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ সচিব মহোদয়ের সামনে উপস্থাপন করা হয়। পরিচালক (প্রশাসন) জনাব এম এ আখের অধিদপ্তরের একটি পরিচিতিমূলক প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। এতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো, অধিদপ্তরের পটভূমি, বিদ্যমান জনবল, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে অধিদপ্তরের ভূমিকা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম, যুব সমাজের ক্ষমতায়ন এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অধিদপ্তরের গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ তুলে ধরা হয়। উপস্থাপনায় তিনি জানান যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আরএডিপি বাস্তবায়নের হার ৯৯.৯৯%। তিনি আরও জানান যে, অধিদপ্তরের জনবলের মোট অনুমোদিত ৬৪৮৫টি পদের মধ্যে ১৬০৬টি পদ শূন্য রয়েছে। এ সকল শূন্য পদ পূরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কেও তিনি উপস্থাপনায় অবহিত করেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম প্রথমবারের মতো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে

সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম তাঁর বক্তব্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'আজকের যুব সমাজই আগামী দিনের নেতৃত্ব। তাদের দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে একটি উদ্ভাবনী ও টেকসই জাতি গঠন সম্ভব। সরকারের গৃহীত যুববান্ধব নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নে সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, যুব উন্নয়নকে আরও গতিশীল, সমন্বিত ও ফলপ্রসূ করতে হলে মাঠপর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ-উত্তর কর্মসংস্থানের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা অপরিহার্য। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের যথাযথ ডাটাবেইজ সংরক্ষণের ওপর গুরত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, দেখা গেছে একই ব্যক্তি একাধিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ

সভাপতির বক্তব্য দিচ্ছেন মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন পরিচালক (প্রশাসন) জনাব এম এ আখের

স্বাগত বক্তব্য রাখছেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম

করে। এর ফলে অন্যদের সুযোগ সীমিত হয়। তিনি প্রয়োজনে এ বিষয়ে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে বলেন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (যুব অনুবিভাগ) জনাব কাজী মোস্তাক জহির। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সৃষ্টির পর হতে এ পর্যন্ত মোট ৭৪ লক্ষ যুব ও যুবনারীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এর মধ্যে প্রায় ২৪ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থী আত্মকর্মী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতিবছর প্রায় আড়াই লক্ষাধিক যুব ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করি। এর বাইরেও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

তিনি সচিব মহোদয়ের পরিদর্শনের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, এর ফলে অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উদ্দীপ্ত হবেন এবং অধিদপ্তরের কার্যক্রম গতিশীলতা লাভ করবে। তিনি বলেন, 'যুবদের কল্যাণে অধিদপ্তরের চলমান কর্মপ্রয়াস নবনিযুক্ত সচিব মহোদয়ের দিকনির্দেশনায় আরও গতিময় ও কার্যকর হয়ে উঠবে— আমরা সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।'

সভা শেষে সচিব মহোদয় অধিদপ্তরের বিভিন্ন শাখা ও অধিশাখা ঘুরে দেখেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি সেবাদানে আন্তরিকতা, কর্মদক্ষতা এবং সময়ানুবর্তিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং একটি গতিশীল প্রশাসন গঠনে সবার আন্তরিক অংশগ্রহণ কামনা করেন।

'মাইগভ' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সেবা চিহ্নিতকরণ কর্মশালা

যুববার্তা ডেস্ক

'মাইগভ' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও সম্পাদনের লক্ষ্যে গত ১৫ই এপ্রিল ২০২৫ ও ১৮ই মে ২০২৫ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে দুটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা দুটোয় প্রধান কার্যালয়ের ৪০ জন করে মোট ৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। উভয় অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সূচনা বক্তব্য রাখেন জনাব এ, কে, এম, মফিজুল ইসলাম পরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। 'মাইগভ' প্ল্যাটফর্মে অন্যান্য দপ্তরের সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব অমলেন্দু বিশ্বাস, প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। জনাব অমলেন্দু বলেন, ২০২০ সালে 'মাইগভ' প্ল্যাটফর্মের যাত্রা শুরু হয়েছে। 'মাইগভ' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নাগরিকরা অতিঅল্প সময়ে মান সম্পন্ন সেবা পেয়ে থাকেন। 'মাইগভ' ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম যা সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবাসমূহকে একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রদান করা যায়। একজন নাগরিক (mygov.bd) মাইগভ ওয়েবের মাধ্যমে ল্যাপটপ, মোবাইল, ট্যাবলেট সহ যেকোনো ডিভাইস ব্যবহার করে সেবার আবেদন ও সেবা সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধান করতে পারেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। উপস্থিত আছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ

জনাব এম এ আখেরের [যুগ্মসচিব ও পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর] সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালা দুটোতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ডিজিটালাইজেশনযোগ্য সেবাসমূহ জরুরী ভিত্তিতে 'মাইগভ' প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতির বক্তৃতায় পরিচালক (প্রশাসন) জনাব এম এ আখের বলেন যে, এশবিংশ শতকের প্রশাসন স্মার্ট প্রশাসন। 'মাইগভ' প্রশাসনের অনেক কাজ যেমন সহজতর করেছে, অনুরূপ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের এ বিষয়ে সবিশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভেরও আবশ্যকতা রয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বদলী/রদবদল

গত ১লা এপ্রিল ২০২৫ থেকে ৩০শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন ও আদেশে বিভিন্ন কর্মকর্তাকে বদলী করা হয়

যুববার্তা ডেস্ক

উপপরিচালক পদে বদলী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবুল বাসারকে পটুয়াখালী হতে চট্রগ্রাম উপপরিচালকের কার্যালয়ে, জনাব সালেহ্ উদ্দিন আহমেদকে চাঁদপুর হতে মহাপরিচালকের কার্যালয়, জনাব রেবেকা সুলতানা চাঁদপুর হতে ফেনী এবং জনাব সাইফুদ্দিন মোহাম্মদ হাছান আলীকে ফেনী হতে উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চাঁদপুর বদলী করা হয়েছে।

কো-অর্ডিনেটর

কো-অর্ডিনেটর জনাব মুসা কালিম উল্যাহকে বরিশাল হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফেনী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বদলী করা হয়েছে।

ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর পদে বদলী

ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর ড. এস এম রবিউল হাসানকে সুনামগঞ্জ হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নরসিংদী, জনাব মনিরুল ইসলামকে নরসিংদী হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মানিকগঞ্জ এবং জনাব শওকত ওছমান শামীমকে হবিগঞ্জ হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাজীপুর বদলী করা হয়েছে।

সহকারী পরিচালক পদে বদলী/পদায়ন

সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমানকে চুয়াডাঙ্গা হতে কুষ্টিয়া উপপরিচালকের কার্যালয়ে, সহকারী পরিচালক জনাব রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে টাঙ্গাইল উপপরিচালকের কার্যালয়ে, জনাব মোঃ গোলাম রব্বানীকে বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রে, জনাব মামুন হাসান চৌধুরীকে ঠাকুরগাঁও হতে উপপরিচালকের কার্যালয়, দিনাজপুর এবং জনাব মোঃ আমান উল্লাহ দরজীকে নেত্রকোনা হতে উপপরিচালকের কার্যালয়, গাজীপুর বদলী করা হয়েছে।

সিনিয়র প্রশিক্ষক পদে বদলী

সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন) জনাব মোছাঃ আঁখি আরা বেগমকে ঠাকুরগাঁও হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর, জনাব মুহম্মদ শহীদুল ইসলামকে কিশোরগঞ্জ হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ, জনাব শর্মিষ্ঠা সাহাকে ময়মনসিংহ হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কিশোরগঞ্জ, সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন) জনাব হাবিবুর রহমানকে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পটুয়াখালী, সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য) জনাব মোঃ শরীফ আক্তার ভূঁইয়াকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাজীপুর, রাজশাহী উপপরিচালকের কার্যালয়ের সিনিয়র প্রশিক্ষক (স্টেনো টাইপিং) জনাব মোঃ আব্দুল করিমকে ঢাকা জেলা কার্যালয়, বরিশাল জেলা কার্যালয়ের সিনিয়র প্রশিক্ষক (দপ্তর বিজ্ঞান) জনাব মোঃ আরিফ হোসেনকে উপপরিচালকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা এবং সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য) জনাব আজহারুল কামালকে ফেনী হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলী করা হয়েছে। আরও দুজন প্রশিক্ষককে (পোশাক) সিনিয়র প্রশিক্ষক (ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং) পদে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক জনাব সৈয়দা মিন্নার বেগমকে, উপপরিচালকের কার্যালয়, বরিশাল ও জনাব রশিদা খানমকে, উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ফরিদপুর বদলীপূর্বক পদায়ন করা হয়েছে।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বদলী

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোরশেদ আহমেদকে কুমারখালী, কুষ্টিয়া হতে তাহিপুর, জনাব মোঃ মনজুর আলমকে নবীনগর, বি. বাড়িয়া হতে নবাবগঞ্জ, ঢাকা, জনাব মোঃ মমিনুল হককে শিবপুর, নরসিংদী হতে গাজীপুর সদর, গাজীপুর, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনকে আদমদিঘী, বগুড়া হতে রামপাল, বাগেরহাট, এ. কে এম সরাফত উদ্দিনকে উলিপুর, কুড়িগ্রাম হতে মেলান্দহ, জামালপুর, জনাব মোঃ মতিউর রহমানকে তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় হতে সৈয়দপুর, নীলফামারী, জনাব মোঃ জুলফিকার আলী চৌধুরীকে কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট হতে বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও, জনাব মোঃ শাহ আলমকে কালকিনি, মাদারীপুর হতে শিবপুর, নরসিংদী, জনাব আ,ক,ম মুহসীনকে মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর, জনাব মোহাঃ নুরুল ইসলাম নান্নুকে খোকসা, কুষ্টিয়া হতে কুমারখালী, কুষ্টিয়া, জনাব মোঃ আব্দুল হালিমকে ঈশ্বরদী, পাবনা হতে সদর, কুষ্টিয়া, খন্দকার এনামুল কবীরকে, ডিমলা, নীলফামারী হতে তারাগঞ্জ, রংপুর, জনাব মোঃ আলমগীরকে নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীরকে রামগড়, খাগড়াছড়ি হতে তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ, সৈয়দ ফেরদৌস আহমেদকে হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর হতে সদর, লক্ষ্মীপুর, জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমানকে সদর, হবিগঞ্জ হতে তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ, জনাব আ.ম শহীদুল্লাহ ভূঞাকে পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা হতে মনোহরদী, নরসিংদী, জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খাঁনকে ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ হতে পূর্বধলা, নেত্রকোনা, জনাব এস এম জাহিদ হোসেনকে কাউখালী পিরোজপুর হতে নাজিরপুর, পিরোজপুর এবং জনাব মোঃ জসীম উদ্দিনকে সুরমা, সিলেট হতে মুরাদনগর, কুমিল্লা বদলী করা হয়েছে।

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার (সিডিও)

মোছাঃ জাহানারা ফারুকীকে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুন্সীগঞ্জ হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ, জনাব শাহানা পারভীনকে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মুন্সীগঞ্জ, জনাব নাসরিন আক্তারকে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নরসিংদী হতে গাজীপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বদলী করা হয়েছে।

উইং/শাখা রদবদল

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক জনাব মোঃ শাহীনূর রহমানকে সিড ফাইন্যান্সিং উইং হতে পরিকল্পনা উইং, জনাব ইকবাল-বিন-মতিনকে পরিকল্পনা উইং হতে সিড ফাইন্যান্সিং উইং, জনাব ফারিহা নিশাতকে পরিকল্পনা উইং হতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও যুব সংগঠন উইং, সদ্য যোগদানকৃত উপপরিচালক জনাব সালেহ্ উদ্দিন আহমেদকে পরিকল্পনা উইংয়ে ন্যাস্ত করা হয়েছে। সহকারী পরিচালক জনাব নাজমুল ও জনাব মোঃ শওকত আলীকে পরিকল্পনা উইংয়ে, জনাব মোঃ আবুল বাসার পাটোয়ারীকে অর্থ ও অডিট উইংয়ে, জনাব মোঃ মাজহারুল হক বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও যুব সংগঠন উইংয়ে এবং জনাব মোঃ নঈম উদ্দিনকে অর্থ ও অডিট উইংয়ে (হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন) এ ন্যাস্ত করা হয়েছে।

-যুববার্তা

‘কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন কোর্সের সুপারিশকরণ’ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

যুববার্তা ডেস্ক

বিশ্ব এখন গ্লোবাল ভিলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই বিশ্বের সাথে তালমিলিয়ে চলার লক্ষ্যে মানব সম্পদকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। গত ২৫ মে ২০২৫ তারিখে সাভারের কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে ‘কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়নকেন্দ্র সমূহের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন কোর্সের সুপারিশকরণ’ বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেয়ার সময় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: মাহবুব-উল-আলম এ আহ্বান জানান।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে জাতীয় যুব উন্নয়ন ইন্সটিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ড. মহা: বশিরুল আলম উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার কি-নোট পেপার প্রণয়ন ও উপস্থাপন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব এম এ আখের এবং কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের সম্মানিত অধ্যক্ষ কৃষিবিদ মোঃ সেলিম খান।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দ সহ প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক, কো-অর্ডিনেটর, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, সহকারী পরিচালক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সিনিয়র প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষিকা সহ মোট ৬০ জন কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে (সাভার, ঢাকা) অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

সভাপতি হিসেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান তাঁর বক্তব্যে বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কেন্দ্রটির অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি করে কেন্দ্রটিকে ‘সেন্টার অব এক্সিলেন্স’ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্প চলমান রয়েছে। ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ সহ সকল সুযোগ-সুবিধার সমন্বয়ে একটি টুইন টাওয়ার নির্মাণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। যা অনুমোদিত হলে শ্রেয়তর সেবা প্রদান সম্ভব হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে জাতীয় যুব উন্নয়ন ইন্সটিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ড. মহা: বশিরুল আলম তাঁর বক্তব্যে বিপিএটিসি সহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃসম্পর্ক তৈরি ও সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

জনাব এম এ আখের কি-নোট পেপার উপস্থাপনকালে বলেন, অগ্রগতি ও টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান/ভিত্তি হচ্ছে দক্ষ, শিক্ষিত ও উদ্ভাবনী মানবসম্পদ। এ মানবসম্পদ গঠনের পেছনে গঠনমূলক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচি ও বাস্তব প্রয়োগে ক্ষেত্রবিশেষে সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। প্রশিক্ষণ কোর্স অধিকতর উৎকর্ষ বা গুণগতমান উন্নীত করতে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাইরে ডিজিটাল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার এবং ভার্চুয়াল ট্রেনিং নিশ্চিত করে অনলাইন বা ব্লেন্ডেড লার্নিং সিস্টেম সচল রাখার মাধ্যমে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা মূল্যায়ন এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে নতুন যুগোপযোগী ও চাহিদাভিত্তিক কোর্স প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাই ও সুপারিশ প্রদান করার লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

পরিবর্তনশীল এ বিশ্বে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবেলায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য এ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে (সাভার, ঢাকা) বৃক্ষরোপণ করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম এবং সাথে আছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলমের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে যোগদান

যুববার্তা ডেস্ক

জনপ্রশাসনের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম ২০২৫ সালের ৪ মে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে যোগদান করেছেন। সচিব হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি একাদশ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের গর্বিত সদস্য এবং ১৯৯৩ সালের ১ এপ্রিল বগুড়া কালেক্টরেটে সহকারী কমিশনার হিসেবে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন।

চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলার কৃতী সন্তান জনাব মাহবুব-উল-আলম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে ইসলামের ইতিহাসে সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (MAGD) বিষয়ে মাস্টার্স অব আর্টস ডিগ্রি লাভ করেন।

তাঁর বর্ণাঢ্য প্রশাসনিক ক্যারিয়ারে মাঠ প্রশাসনে সহকারী কমিশনার, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব (পিএস) হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। কেন্দ্রীয় প্রশাসনে তিনি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন সময়ে সিনিয়র সহকারী সচিব, উপসচিব, যুগ্মসচিব এবং অতিরিক্ত সচিব হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া, তিনি বিসিএস প্রশাসন একাডেমির অনুষদ সদস্য এবং বিয়াম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক হিসেবেও কর্মরত ছিলেন।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সুশাসন, স্থানীয় সরকার ও Whole of Government System বিষয়ে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় (সুইডেন), সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাজ্য) ও ম্যাককোয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় (অস্ট্রেলিয়া) থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

সরকারি দলে প্রতিনিধি হিসেবে তিনি অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চিলি, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মেক্সিকো ও সুইডেনসহ বিভিন্ন দেশে সরকারি সফর করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, প্রশাসনিক দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নতুন গতি সঞ্চার করবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলে আশা করা হচ্ছে।

যুব ও ক্রীড়া সচিবের চাঁদপুর জেলায় যুব কার্যক্রম পরিদর্শন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম ০৯-১১ জুন ২০২৫ তারিখে চাঁদপুর জেলার সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তিনি চাঁদপুর উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও হাইমচর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় পরিদর্শন করেন। সচিব মহোদয় হাইমচর উপজেলায় ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস প্লান্ট প্রকল্প উদ্বোধন করেন। চাঁদপুর জেলায় তিনি বিভিন্ন যুব কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি চাঁদপুর জেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। জনাব মোঃ মাহবুব-উর-রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, চাঁদপুর জেলাকে যুব কার্যক্রমের একটি মডেল জেলায় পরিণত করতে হবে। এজন্য এ জেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্তব্য ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি জেলা কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিদ্যমান

চাঁদপুর জেলার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

সমস্যা সম্পর্কে অবগত হোন এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

মতবিনিময় সভায় চাঁদপুর জেলার উপপরিচালক, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর ও সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

-যুববার্তা

সফল সংগঠকের কথা

আল সাজিদুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন শরীয়াতপুর জেলায়। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রতিক্ষণ ফাউন্ডেশন। ২০ বছর ধরে এ সংগঠন কাজ করে আসছে মানুষের কল্যাণে। বিভিন্ন ট্রেডে আগ্রহীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে প্রতিক্ষণ থেকে। এ সংগঠন প্রায় তিনশত সংগঠন তৈরি করেছে। সারাদেশে প্রতিক্ষণ ফাউন্ডেশনের প্রায় তিন হাজার সদস্য রয়েছে।

আল সাজিদুল ইসলাম একজন ভালো সংগঠক। ক্লাস সেভেনে পড়াকালীন স্কুলভিত্তিক শিশু-কিশোর সংগঠন চাঁদের হাটের মাধ্যমে ১৯৯২ সালে সংগঠনের সাথে যুক্ত হোন। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক সংগঠন রোটারি ইন্টারন্যাশনালের সহযোগী সংগঠন ইন্টার‍্যাক্ট ক্লাবের সদস্য হওয়ার পর সামাজিক কাজের যাত্রা শুরু হয়।

তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন 'প্রতিক্ষণ যুব ফাউন্ডেশন' ২০০৬ সালে। এর উদ্দেশ্য হলো তরুণদের নেতৃত্ব বিকাশ এবং মাদকের ছোবল থেকে দূরে রেখে সামাজিক কাজের মাধ্যমে তাদের উন্নয়নের পথে অগ্রসর করা। বর্তমানে সারা বাংলাদেশে প্রতিক্ষণের প্রায় তিন হাজার সদস্য রয়েছে।

প্রতিক্ষণ ফাউন্ডেশন নৈতিকতা অবক্ষয় রোধ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র্য বিমোচন, জলবায়ু পরিবর্তন, মহিলা ও শিশু নিরাপত্তা, আইনী সহায়তা, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা, আদর্শ স্বেচ্ছাসেবক তৈরি, দক্ষ সংগঠক রূপান্তর, স্বেচ্ছায় রক্তদানে উদ্বুদ্ধকরণ, তরুণ নেতৃত্বের বিকাশ, যুব উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রভৃতি কাজ করে যাচ্ছে।

সাজিদুলের হাত ধরে ৩০০ জন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে এলাকার ১২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে স্কলারশিপ, চিকিৎসা, স্যানিটেশন, টিউবওয়েল, হুইল চেয়ার, সেলাই মেশিন ইত্যাদি কাজে প্রায় ৪০ জনকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে এ সংগঠন থেকে।

সাজিদুলের হাত ধরে ৩০০ জন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে এলাকার ১২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে স্কলারশিপ, চিকিৎসা, স্যানিটেশন, টিউবওয়েল, হুইল চেয়ার, সেলাই মেশিন ইত্যাদি কাজে প্রায় ৪০ জনকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে এ সংগঠন থেকে।

তিনি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে অনুদান পেয়েছেন। এছাড়াও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে আর্থিক সহযোগিতা এবং অনুদান পেয়েছেন।

সংগঠন প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত আসতে তাঁকে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে। তিনি বলেন, 'সমাজের কেউ কেউ আমাদের কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে। তারপরও আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে গেছি। যেখানে বাধা এসেছে সেখান থেকে সরে অন্য জায়গায় কাজ করেছি'।

সংগঠন নিয়ে আল সাজিদুল ইসলামের ভবিষ্যত পরিকল্পনা হলো 'থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য প্রতিক্ষণ যুব ব্লাড ব্যাংক স্থাপন, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মাইক্রো হাসপাতাল স্থাপন, গরীব ও অসহায়দের জন্য ফ্রি এ্যামবুলেন্স সার্ভিসের ব্যবস্থা ও সারা বাংলাদেশে ৮ লক্ষ স্বেচ্ছায় রক্তদাতা তৈরি করা'।

-হারুন পাশা

ঋণ ও আত্মকর্মসৃজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালা

যুববার্তা ডেস্ক

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সিড ফাইন্যান্সিং উইংয়ের তত্ত্বাবধানে দেশের ০৭ বিভাগে ঋণ ও আত্মকর্মসৃজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক ০৭ টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ বিভাগের কর্মশালা নেত্রকোনা জেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, রাজশাহী বিভাগের কর্মশালা বগুড়া আঞ্চলিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, রংপুর বিভাগের কর্মশালা নীলফামারী জেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, বরিশাল বিভাগের কর্মশালা বরিশাল জেলার কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, খুলনা বিভাগের কর্মশালা খুলনা জেলা আঞ্চলিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, চট্রগ্রাম বিভাগের কর্মশালা আঞ্চলিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চট্রগ্রামে এবং সিলেট বিভাগের কর্মশালা আঞ্চলিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেটে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সকল জেলার উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে নিজ নিজ ঋণ ও আত্মকর্মসৃজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরেন। বিভাগীয় কর্মশালাসমূহে দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (সিড ফাইন্যান্সিং) জনাব প্রিয়সিন্দু তালুকদার বিশেষ অতিথি হিসেবে হিসেবে উপস্তিত ছিলেন। স্ব-স্ব জেলার জেলা প্রশাসক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন।

বিভাগীয় কর্মশালায় ক্রেস্ট প্রদান করছেন জনাব প্রিয়সিন্ধু তালুকদার (যুগ্মসচিব) পরিচালক (সিড ফাইন্যান্সিং), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় বক্তব্যে বলেন, যুবদের আত্মকর্মী বা উদ্যোক্তায় পরিণত করতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব ঋণ তহবিল থেকে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে।

এছাড়াও অধিক সংখ্যক যুবকে উদ্যোক্তায় পরিণত করার জন্য এবং ঋণের আওতা বৃদ্ধির জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মসস্থান ব্যাংক এবং এনআরবিসি ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এখান থেকে আগ্রহী প্রশিক্ষিত যুব ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতে ঋণ নিতে পারেন। যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসস্থান তৈরির জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ইদানিং নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, যা অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

যুববার্তা ডেস্ক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ উইং কর্তৃক 'প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন' শীর্ষক বাৎসরিক কর্মশালা গত ০৮.০৪.২০২৫ তারিখে সিলেট বিভাগে, ২০.০৪.২০২৫ তারিখে রাজশাহী বিভাগে, ২৪.০৪.২০২৫ তারিখে রংপুর বিভাগে, ৩০.০৪.২০২৫ তারিখে চট্রগ্রাম বিভাগে এবং ১৪.০৫.২০২৫ তারিখে ঢাকা বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়।

সিলেট বিভাগীয় কর্মশালা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট, রাজশাহী বিভাগীয় কর্মশালা রাজশাহী উপপরিচালকের কার্যালয়ে, রংপুর বিভাগীয় কর্মশালা জেলা কার্যালয়ে, চট্রগ্রাম বিভাগীয় কর্মশালা উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম, ঢাকা বিভাগীয় কর্মশালা প্রধান কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালাসমূহ উদ্বোধন করেন।

কর্মশালাসমূহে পরিচালক (প্রশিক্ষণ) বিভাগওয়ারি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ ও সমাধানে সকলের সাথে মতবিনিময় করেন। তাঁকে সকল রকমের সহায়তা করেন প্রশিক্ষণ উইংয়ের দুজন উপপরিচালক জনাব শাহাব উদ্দিন সরকার ও জনাব প্রজেষ কুমার সাহা। জেলা প্রশাসকগণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের উপপরিচালক, কো-অর্ডিনেটর, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, সহকারী পরিচালক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সিনিয়র প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষিকা সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

কর্মশালায় উপস্থিত আছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময়

ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

৬ই এপ্রিল ২০২৫ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে পবিত্র ঈদুল ফিতর পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কমচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সূচনা বক্তব্য রাখেন পরিচালক (প্রশাসন) জনাব এম এ আখের (যুগ্মসচিব)।

গভায় প্রধান কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ঈদ উদ্‌যাপনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় জানান, দীর্ঘ ৩০ দিন সিয়াম সাধনার পর যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং ব্যাপক উৎসাহ, আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৩১ শে মার্চ ২০২৫ সারাদেশে মুসলমানরা পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করেন। তিনি আরও জানান, আমরা সকলেই ঈদের আনন্দ ও উৎসব পালন করেছি। সামনের দিনগুলোতে আনন্দের সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অনুরোধ করেছেন। শুচনা বক্তব্যে পরিচালক (প্রশাসন) জনাব এম এ আখের বলেন যে, প্রথমবারের মতো এবার সাবেক বাণিজ্যমেলা প্রাঙ্গণে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে চীন-বাংলাদেশ সম্মেলন কেন্দ্রের মাঠে দুইদিনব্যাপী ঈমমেলা আয়োজন করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। মেলায় মোট ১১০টি স্টলে আত্মকর্মী যুব ও যুব নারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন যুব সংগঠনও নিজেদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করেন। -যুববার্তা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানের পবিত্র হজ্জব্রত পালন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান পবিত্র হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ২৭.০৫.২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ বিমান যোগে সৌদি আরবে গমন করেন। ইসলামের পাঁচ বুনিয়াদি বিষয়ের মধ্যে হজ্জ অন্যতম। সালাত, রোজা ও যাকাতের মতো বিশিষ্ট রুকন ও ফরজে আইন। হজ্জ দ্বীন ইসলামের একটি বিরাট প্রতীকী নিদর্শন। পবিত্র হজ্জব্রত পালনের নিমিত্তে ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান সৌদি আরবের পবিত্রস্থান মক্কা ও মদিনা সফর করেন। পবিত্র হজ্জের সকল আনুষ্ঠানিকতা ও পবিত্র হজ্জব্রত সম্পন্ন করে ১৫.০৬.২০২৫ তারিখে তিনি দেশে ফিরেন। -যুববার্তা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন কর্মসূচির ঈর্ষণীয় সাফল্য

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯৯.৯১% আরএডিপি বাস্তবায়ন

যুববার্তা ডেস্ক

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রায় শতভাগ বাস্তবায়ন করে একটি ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ সংস্থাটি যুব সমাজের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে কাজ করছে বহুদিন ধরেই। এবার তা পরিসংখ্যানেই আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হলো।

চলতি অর্থবছরে অধিদপ্তরের আরএডিপি বরাদ্দ ছিলো মোট ৩৩৮০৯.০০ লক্ষ টাকা (তিনশত আটত্রিশ কোটি নয় লক্ষ)। এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩৩৭৭৯.৯৩ লক্ষ টাকা (তিনশত সাঁইত্রিশ কোটি উনআশি লক্ষ তিরানব্বই হাজার), যা মোট বরাদ্দের ৯৯.৯১ শতাংশ। এই ব্যয়মান শুধুই সংখ্যাগত অর্জন নয়, বরং পরিকল্পিত প্রশাসনিক দক্ষতা, তদারকি এবং মেধাসম্পন্ন ব্যবস্থাপনার এক অনন্য নিদর্শন।

২০২৪-২৫ অর্থ বছর
মোট বরাদ্দ: ৩৩৮০৯.০০ লক্ষ টাকা
ব্যয়: ৩৩৭৭৯.৯৩ লক্ষ টাকা
মোট বরাদ্দের ৯৯.৯১%

বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প : ১১

৮টি জিওবি অর্থায়নে
৩টি বৈদেশিক অর্থায়নে

ফলাফল : বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি শতভাগ বাস্তবায়ন

প্রকল্পের পরিধি ও প্রকৃতি

২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে মোট ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এর মধ্যে:

- ৮টি প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব (জিওবি) অর্থায়নে এবং
- ৩টি প্রকল্প বৈদেশিক অনুদান বা ঋণ সহায়তায় পরিচালিত হয়েছে।

এই প্রকল্পগুলো দেশের যুব সমাজের জন্য প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ এবং উদ্যোক্তা গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের মূল কারণ

আরএডিপির প্রায় শতভাগ বাস্তবায়নের পেছনে রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত দিক:

- প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সময়ানুবর্তিতা ও অগ্রাধিকারভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠপর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান ও নিয়মিত মূল্যায়ন;
- প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বিত মনিটরিং এবং
- বাজেট ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ।

ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের এই সাফল্য শুধু এ সংস্থার নয়, বরং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও যুবশক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার এক অনন্য উদাহরণ। এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আগামীতে আরও বৃহৎ পরিসরে যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব হবে। সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে অধিদপ্তরের এই দক্ষতা আরও আস্থা ও বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে বলেই বিশ্লেষকদের অভিমত।

National Database of The Youth Organizations সভা অনুষ্ঠিত

২৬শে মে ২০২৫ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে National Database of the Youth organizations এর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Masaki Watabe Representative, AI Bangladesh.

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এম এ আখের (যুগ্মসচিব) পরিচালক (প্রশাসন), জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান পরিচালক (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও যুব সংগঠন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানে সভাপতি করেন জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, (যুগ্মসচিব) প্রকল্প পরিচালক, LSEYTC SNYP প্রকল্প, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। -যুববার্তা

১২ই আগস্ট ২০২৫ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুবদিবস

১২ই আগস্ট ২০২৫ তারিখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুবদিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন করা হবে। এ লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় সভায় জানান যে, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুবদিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনা, জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যুব পণ্যের প্রদর্শনী এবং যুব কার্যক্রমের উপর ডিজিটাল ডকুমেন্টারি এবং যুব মেলার আয়োজন করা হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুবদিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্মরণিকা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে গ্রন্থ এবং ব্রশিয়রও (বাংলা ও ইংরেজী) প্রকাশিত হবে। সভা সঞ্চালনা করেন জনাব এম এ আখের (যুগ্মসচিব) পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। সভায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। -যুববার্তা

দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইং নাম পরিবর্তন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN)' প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের মাঝে স্টার্টআপ ক্যাপিটাল প্রদানের নিমিত্তে অধিদপ্তরের দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সেবা গ্রহীতাদের ঋণ সুবিধার আওতা সম্প্রসারণের জন্য গত ২৬ মে ২০২৫ তারিখে 'দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ' উইংয়ের নাম পরিবর্তন করে সিড ফাইন্যান্সিং (Seed Financing) উইং করা হয়েছে। -যুববার্তা

আর্ন প্রকল্প নিজস্ব অফিস পেল

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্পের নিজস্ব অফিস জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ১৯তলায় স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ রুম ভাড়া করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন, আগস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন অফিসে স্থানান্তর সম্ভব হবে। -বিজ্ঞপ্তি

সফল আত্মকর্মীর কথা

মোঃ শফিউল বশর জন্মগ্রহণ করেছেন চট্টগ্রাম জেলায়। ২০০৯ সাল থেকে ব্যবসা শুরু করে এখন সফল আত্মকর্মী। তাঁর প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে অনেকের কর্মসংস্থান হয়েছে। পেয়েছেন জাতীয় যুব পুরস্কার সহ দেশ ও বিদেশে পুরস্কার ও সম্মাননা। তিনি বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশ থেকে প্রথম হয়ে।

মোঃ শফিউল বশর এখন সফল উদ্যোক্তা। কিন্তু তাঁর শুরু ছিল কষ্টের। শফিউলের বয়স যখন সাত বছর তখন তাঁর বাবা মারা যান। পিতৃহীন শফিউল অনেক কষ্ট সহ্য করে পড়ালেখা চালিয়ে যান এবং ইলেকট্রনিক্সে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর কাছে মনে হয়েছে মোবাইল ফোন রিপেয়ার জগতে তাঁর উজ্জ্বল ক্যারিয়ার হতে পারে। এজন্য শুরু করেন কঠোর পরিশ্রম। বিভিন্ন টেকনিশিয়ানের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকেন। একটা সময় পরে তিনি নিজেই ছোটো করে দোকান দেন পূর্ব মাদারবাড়ি ৩০ নং ওয়ার্ডে 'শফি মোবাইল সেভার' নামে। শফিউল বলেন, 'নিজে আত্মকর্মী হয়ে অন্যদেরও আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তুলব এ স্বপ্ন পূরণে আত্মকর্মী হতে চেয়েছি'। বর্তমানে শত শত যুবক তাঁর হাত ধরে সফল আত্মকর্মী হয়ে দেশে-বিদেশে কাজ করছেন।

আত্মকর্মী বা উদ্যোক্তা হতে প্রশিক্ষণ ভালো সহায়ক। শফিউল প্রথমে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন টেকনিশিয়ান লাইনে। পরবর্তীকালে একাডেমিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে।

তাঁর জীবন যুদ্ধ ২০০৯ সালে শুরু হলেও প্রাতিষ্ঠিক কাঠামোয় আত্মকর্মীর পথ শুরু হয় ২০১৬ সালে। শফিউলের প্রতিষ্ঠান 'বিশ্বাস মোবাইল ক্লিনিক'। এখানে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ট্রেনিং, বিদেশগামীদের জন্য আইফোন ট্রেনিং, রিপেয়ার শপে ইন্টার্নশিপ, কর্ম প্রত্যাশী যুবদের কাউন্সিলিং এবং সফল হওয়ার খুঁটিনাটি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সেবা চালু রয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মী ১৮ জন এবং অস্থায়ী কর্মী ৪ জন। অর্থনৈতিক জায়গা থেকে এ প্রতিষ্ঠান সামর্থ্য লাভে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে শফিউলের মাসিক ইনকাম ৭ লক্ষ টাকার মতো। প্রতিমাসে খরচ বাদে এক লক্ষ টাকার উপরে লভ্যাংশ থাকে।

ব্যবসার শুরুতে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন এবং তা পরিশোধও করেছেন।

প্রথমদিকে তাঁর ব্যবসায় যা ইনকাম হতো তা দিয়ে ভাত খাওয়ার টাকাও হতো না। এখন কেবল ভাত নয়, মৌলিক চাহিদা ভালোভাবেই পূরণ করতে পারছেন। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছেন। মাধেমধ্যে অভিজাত রেস্টুরেন্টেও খেতে যান। ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার ব্যবস্থা করেছেন।

স্বাবলম্বী হওয়ার পর শফিউলের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। মানুষ আগের চাইতে অনেক বেশি সম্মান ও মূল্যায়ন করে। সমাজে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও বেড়েছে।

মোঃ শফিউল বশর ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন, 'চট্টগ্রাম শহরে বড়ো একটি মোবাইল ফোনের ফ্যাক্টরি তৈরি করব, যেখান থেকে মোবাইল ফোন তৈরি হবে: মেড ইন বাংলাদেশ'।

-হারুন পাশা

অবসরজনিত সংবর্ধনা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়ের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনিসুল ইসলাম ১৮.০৬.২০২৫ তারিখ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্বপালনকালে এ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পন্ন করেছেন। ১৯৯০ সাল থেকে ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যা কিছু নির্মিত হয়েছে সব কিছু তিনি তত্ত্বাবধান করেছেন। ১৯.০৬.২০২৫ তারিখে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরজনিত সংবর্ধনা দেয়া হয়।

সরকারি চাকরি থেকে অবসরজনিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জনাব মোঃ হামিদুর রহমান উপপরিচালক (প্রশাসন-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

-যুববার্তা

শোক সংবাদ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চাঁদপুর জেলাধীন কচুয়া উপজেলা কার্যালয়ের উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাইফুল আলম হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গত ২৫.০৫.২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার রাত ৯.৩০ ঘটিকার সময় ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হসপিটাল, কাকরাইল, ঢাকায় মৃত্যবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর ১০ মাস ২৫ দিন। তিনি স্ত্রী, ০১ ছেলে ও ০৫ কন্যা সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

-যুববার্তা

প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

আর্ন প্রকল্প

‘যোগাযোগ কৌশলপত্র’ প্রণয়নে কর্মশালা

সাজেদ ফাতেমী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ‘ইকোনোমিক অ্যাকসিলারেশন অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ফর নিট (ইএআরএন)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ‘স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন ওয়ার্কশপ’ শিরোনামে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের জন্য একটি কার্যকর ‘যোগাযোগ কৌশলপত্র’ প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৫ মে ২০২৫ সকালে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার শুরুতে একটি তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন আর্ন প্রকল্পের কমিউনিকেশন এজেন্সি ‘স্পেলবাউন্ড কমিউনিকেশন্স লিমিটেড’ -এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাদেকুল আরেফিন। মাঠপর্যায়ে অনুষ্ঠিত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও প্রধান তথ্যদানকারী ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তথ্যচিত্রটি তৈরি করা হয়।

আর্ন প্রকল্পের স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন ওয়ার্কশপ শিরোনামে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অতিথিরা

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এবং বিশ্ব ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ সৈয়দ রাশেদ আল-জায়েদ যশ। স্বাগত বক্তব্য দেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশাসন উইংয়ের পরিচালক ও যুগ্মসচিব এম এ আখের। সভাপতিত্ব করেন আর্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব কাজী মোখলেছুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ মাহবুব-উল-আলম বলেন, বাংলাদেশের যুবসমাজ আমাদের জাতির সবচেয়ে বড় শক্তি ও সম্পদ। তারা শুধু আগামীর সম্ভাবনা নয় বরং আজ দেশের সর্বক্ষেত্রে যে সকল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে তার মূল চালিকাশক্তি আমাদের এই যুবসমাজ। প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, শিক্ষা কিংবা সামাজিক উন্নয়ন সব ক্ষেত্রেই যুবকদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তাদের স্বপ্ন, সাহস ও শ্রমেই গড়ে উঠছে একটি আত্মনির্ভর ও উন্নত বাংলাদেশ। তিনি বলেন, বেকারত্ব সমস্যা আমাদের দেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যা মোকাবিলায় নিট প্রকল্পটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসেবে কাজ করবে।

আর্ন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য নারীর ক্ষমতায়ন। বাংলাদেশের অনেক নারী এখনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন। এই প্রকল্পে মোট উপকারভোগীর ৬০ শতাংশ থাকবে নারী যাদেরকে কর্মদক্ষ করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

বক্তব্য প্রদান করছেন বিশ্ব ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ সৈয়দ রাশেদ আল-জায়েদ যশ

স্বাগত বক্তব্য দিচ্ছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশাসন উইংয়ের পরিচালক এবং যুগ্মসচিব এম এ আখের

বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি যুব নারীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করবে, যা তাদের আত্মবিশ্বাসের সাথে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য দক্ষ করে তুলবে।

কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি কার্যকর, অংশগ্রহণমূলক এবং টেকসই যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন, যা আমাদের স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় প্রকল্পের বার্তা দেশের প্রতিটি নীট তরুণ-তরুণীর কাছে পৌঁছে দিতে পারে। কারণ, আর্ন প্রকল্প যত ভালোভাবেই পরিকল্পনা করা হোক না কেন, টার্গেট গ্রুপ, অর্থাৎ যুবসমাজের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছাতে না পারলে প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন হবে। কর্মশালার দ্বিতীয় অংশে ডিসকাশন পর্ব পরিচালনা করেন স্পেলবাউন্ড কমিউনিকেশন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাদেকুল আরেফিন।

বাংলাদেশ সরকারের অনুদান এবং বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় আর্ন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। এই প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা, চাকরি বা প্রশিক্ষণে নেই এমন পাঁচ লাখ যুব নারীসহ মোট নয় লাখ যুবকে ২০২৮ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যারা দেশের অর্থনৈতিক রূপান্তর ও প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন আর্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব কাজী মোখলেছুর রহমান

আর্ন প্রকল্প কর্মমুখী, উপযুক্ত ও পরিবেশবান্ধব খাতে যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধি, দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং একইসঙ্গে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করবে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে বিপুল যুব জনগোষ্ঠীকে, বিশেষ করে যুব নারীদের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের

টেকনিক্যাল কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত

যুববার্তা ডেস্ক

১০ জুলাই ২০২৫ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা প্ল্যান ইন্টান্যাশনাল বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারকের আওতায় গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি'র দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় প্ল্যান ইন্টারন্যাশল বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধি জানান, যুবসংগঠনগুলোকে ক্ষমতায়িত করতে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ 'ইকুয়ালিটি অ্যাওয়ার্ড' নামের ফ্লেক্স এন্ড (নমনীয় তহবীল) প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে, যাতে সেরা প্রকল্প পরিকল্পনা বা প্রপোজাল জমা দেয়া যুবসংগঠনকে স্বীকৃতি ও একই সঙ্গে আর্থিক অনুদান দেয়া যায়। আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে যুবসমাজের ওপর। তারুণ্যই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড়ো শক্তি। তারা আমাদের আশা, আমাদের কণ্ঠস্বর। তরুণদের প্রতি আহবান জানাই, তারা যেন দূরদর্শী হয়, শুধু দর্শক বা অংশগ্রহণকারী না থেকে তারা যাতে নেতৃত্ব দেয়। সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে তারা যাতে সামনে থেকে কাজও করে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এম এ আখের (যুগ্মসচিব) পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কর্মকর্তাদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. শাহিনুর রহমান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা-১), ফারিহা নিশাত, উপপরিচালক (বাস্তবায়ন) এবং মো. শওকত আলি, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জনাব মাহিন নেওয়াজ চৌধুরীর নেতৃত্বে ৭ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল।

টেকনিক্যাল কমিটির সভায় গত অর্থবছরে (২০২৪-২৫) নেয়া পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং চলমান (২০২৫-২৬) অর্থবছরের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়।

শোক সংবাদ

ময়মনসিংহ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিস সহায়ক জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ১০.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.১৫ মিনিটে নিজ গৃহে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তাঁর মৃত্যুতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

-যুববার্তা

৬৪টি জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শনে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক

যুববার্তা ডেস্ক

তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবসমাজের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে '৬৪টি জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলায় যুবসমাজকে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানে যথোপযুক্ত উপকরণ ও রসদ সরবরাহ করা। এর মাধ্যমে বেকার যুব ও যুবনারীরা দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গত ২৮শে মে হতে ২রা জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ও সরকারের যুগ্মসচিব জনাব এম এ আখের সরেজমিনে বিভিন্ন জেলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি টাঙ্গাইল, বগুড়া, রংপুর, লালমনিরহাট, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলায় কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন। তাঁর এ সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরবরাহকৃত বিভিন্ন রসদ, প্রযুক্তি যন্ত্রপাতি ও উপকরণের গুণাগুণ পরখ এবং প্রশিক্ষণের মান ও কার্যকারিতা যাচাই করা।

পরিদর্শনকালে জনাব আখের প্রশিক্ষণার্থী যুব ও যুবনারীদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের মতামত শোনেন এবং প্রশিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন। তিনি চলমান প্রশিক্ষণের সময়সূচি, পাঠ্যসূচি, প্রশিক্ষকদের যোগ্যতা, সরবরাহকৃত কম্পিউটার, আসবাবপত্র, সিলিংফ্যান ও অন্যান্য প্রযুক্তি সামগ্রীর ব্যবহার উপযোগিতা ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকার তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে গুরুত্বারোপ করছে। আমরা চাই দেশের প্রতিটি যুব তথ্যপ্রযুক্তিতে সুদক্ষ হয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠুক।'

এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি জেলায় অত্যাধুনিক কম্পিউটার, প্রিন্টার, প্রজেক্টর, ডিজিটাল ডিসপ্লে, মাল্টিমিডিয়া উপকরণসহ প্রশিক্ষণ-উপযোগী রসদ সরবরাহ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা হয়েছে বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী। ৫৪০ জন প্রশিক্ষককে টিওটি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সদ্য সমাপ্ত অর্থসালে ২৭০ জন প্রশিক্ষককে সাভারের কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তরুণ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা, অফিস অ্যাপ্লিকেশন, ওয়েব ডিজাইন, প্রাথমিক প্রোগ্রামিং ও গ্রাফিক্স ডিজাইনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালকের এ পরিদর্শন প্রকল্প বাস্তবায়নে নতুন গতি সঞ্চার করবে বলে সংশ্লিষ্ট জেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত তদারকি ও দিকনির্দেশনা প্রদান এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের অন্যতম চাবিকাঠি।

গার্লস টেকওভার

এক ঘণ্টার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হলেন কলেজছাত্রী ডালিয়া

যুববার্তা ডেস্ক

ঢাকার একজন কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবী ও কলেজছাত্রী ডালিয়া প্রতীকীভাবে এক ঘণ্টার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত 'গার্লস টেকওভার' কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডালিয়া ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানের দায়িত্ব প্রতীকীভাবে পালন করেন। এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কিশোরীদের নেতৃত্বের সক্ষমতা তুলে ধরা এবং নেতৃত্বে মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যানধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ অক্টোবরে আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে 'গার্লস টেকওভার' আয়োজন করে বৈশ্বিক প্রচারণার অংশ হিসেবে। ২০২৪ সালে জাতিসংঘের এ বিষয়ে প্রতিপাদ্য ছিল 'ভবিষ্যতের জন্য কন্যাশিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি', যা কন্যাদের ক্ষমতায়ন, তাদের কণ্ঠস্বর জোরালো করা এবং নীতিনির্ধারণে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল 'শান্তির জন্য একতাবদ্ধ হই' শিরোনামে দিবসটি উদ্‌যাপন করে।

ডালিয়া এই সুযোগ পাওয়ার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, 'যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি একটি বৈঠকে অংশ নিই। বৈঠকের সদস্যরা আমার মতামতকে মূল্য দিয়েছে। আমি কখনো ভাবিনি এত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব পালন করব। এটা আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।'

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে ডালিয়া আজ মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছে। এটি তার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা, আশা করি সে সাফল্যের সাথে কাজটি করবে।'

তিনি আরও বলেন, 'কন্যা ও নারীদের ক্ষমতায়ন আমাদের আনন্দ দেয়। তারা আগামীর সম্ভাবনা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মেয়েরা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। মহাপরিচালকের চেয়ার অলংকৃত করে ডালিয়া কন্যাশিশুদের সম্ভাবনাকে একধাপ এগিয়ে নিয়েছে। আমি তার সফলতা কামনা করি।'

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের 'গার্লস টেকওভার' আয়োজন মেয়েদের ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী বার্তা দেয়। যখন মেয়েদের সমান সুযোগ দেয়া হয় তখন তারা নিজেদের জীবন এবং পুরো সমাজকে পরিবর্তন করার সক্ষমতা রাখে। এই আয়োজন শুধু মেয়েদের সক্ষমতাই তুলে ধরে না, বরং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা ও কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

বাংলাদেশে পেশা হিসেবে ফ্রিল্যান্সিংয়ের গুরুত্ব, সমস্যা ও সম্ভাবনা

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

বাংলাদেশ একটি জনসংখ্যাবহুল দেশ। এদেশে প্রচুর শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুব রয়েছে। যুব ও যুব নারীদের প্রচলিত ধারার চাকরি দিয়ে শতভাগ কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয় না। এজন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ভিন্ন উপায়ে কর্মসংস্থানের পথ অনুসন্ধান করছে। ১৬ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশীদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য যে আয়োজন করা হয়েছিল তা সফলতার সাথে শেষ হয়েছে। এ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রায় ২০ কোটি টাকা আয় করেছে এবং এ ধারা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি ছিল ৪৭ কোটি টাকার প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রচুর যুব ও যুব নারী আত্মকর্মীতে পরিণত হয়েছে এবং অনেকেই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন, যা অধিদপ্তরের কাছে ইতিবাচক সূচক হিসেবে স্পষ্ট হয়েছে।

এ প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাকি ৪৮ জেলাতেও শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশীদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দুটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। প্রথম ব্যাচে দুই কোটি টাকা এবং প্রথম ব্যাচে এক কোটি টাকারও বেশি প্রশিক্ষণার্থীরা আয় করেছে। প্রচুর সংখ্যক মানুষ আয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। এটি প্রতীয়মান হয় যে, প্রচলিত ধারার বাইরেও কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এ প্রকল্পের মাধ্যমে সেই সুযোগকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে।

প্রথম ব্যাচের ২৪০০জনের ৬৩% এর অধিক বা ১৫৩০ জন আয়ের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় ব্যাচে প্রশিক্ষণ চলাকালীনই ১৪৬১জন (৬০%) প্রশিক্ষণার্থী আয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তৃতীয় ব্যাচে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে ২৪০০ আসনের বিপরীতে আবেদন করেছে প্রায় ষাট হাজার শিক্ষার্থী। এ থেকে অনুমেয় যে, মাঠ পর্যায়ে ফ্রিল্যান্সিং প্রকল্পের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

৪৮ জেলার প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সরকারের যে ওটিএম (OTM) পদ্ধতি আছে তা প্রয়োগ করে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ওপেন টেন্ডারিং মেথডে আমাদের কাছে যে দরগুলি পড়েছিল তা আমরা মূল্যায়ন করেছি। এ কার্যক্রমে বিশটি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছিল। সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় চারটি প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীকালে তাদের দর বিবেচনা করে সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আমরা কার্যাদেশ প্রদানের লক্ষ্যেই এসিজিপিতে পাঠাই এবং এখানে অনুমোদনের পর মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অনুমোদন দিয়েছেন। তারপর আমরা কার্যাদেশ প্রদান করেছি।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাবে সমন্বিতভাবে সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান 'ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিমিটেড'-কে ০৮.১২.২০২৪ তারিখে Notification of Award (NOA) প্রদান করা হয় ও ০৯.১২.২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

দেশব্যাপী এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের নিয়মিত পরিদর্শন এবং মনিটরিংয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।

সারাদেশে কোনো একটি আসনের বিপরীতে কমপক্ষে পঁচিশ জন আবেদন করে এবং পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা শ্রেয়তর প্রতিযোগীকে নির্বাচন করি। পরবর্তীকালে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে বৈদেশিক মুদ্রা, বিশেষত ডলার উপার্জন করছে। এটির মধ্য দিয়েও প্রমাণিত হয় যে, ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন একটি লাভজনক প্রক্রিয়া এবং এ প্রক্রিয়ায় আমরা এগিয়ে চলেছি।

আমাদের দেশে শ্রমশক্তির তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক কম। এজন্য নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং কর্মস্পৃহার মাধ্যমে কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া প্রয়োজন। ফ্রিল্যান্সিং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মাধ্যম। এখানে যুবরা কাজ করছে এবং তারা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ কার্যক্রম কেবল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়, দিনে-রাতে কাজ করা এবং অনন্তকাল কাজ করা যায়। অর্থাৎ একজন শিখছে এবং এ বছর যা আয় করছে পরের বছর তা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি ক্রমবর্ধিষ্ণু আয়ের অঞ্চল। বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের কালে দেশে বসে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের যে সুযোগ তা এ কার্যক্রমের গুরুত্বকে আরও বৃদ্ধি করেছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফ্রিল্যান্সিংকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলে আপাতত দৃষ্টিতে কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে। অনেকেই ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের বিষয়টি বুঝে না। যারা মাসে এক বা দুই লাখ টাকা আয় করে তাদের পদবী থাকে না। মানুষ বুঝতে পারে না যে, এই ছেলে বা মেয়েটি মাসে কীভাবে এত টাকা আয় করে। এখানে সামাজিকভাবে স্বীকৃতির একটি বিষয় রয়েছে। অনেক সময় ছেলে বা মেয়েকে এরকম উপার্জনকারীর কাছে বিয়ে দিতে গেলে তারা কোন পদে চাকরি করে তা স্বীকৃত পেশার মতো বলা সম্ভব হয় না। পদ যে ফ্রিল্যান্সিং এটি তাদের সহজে বোঝানো যায় না, এটি একটি চ্যালেঞ্জ।

অবশ্য সময়ের সাথে সাথে এটি কেটে যাবে, কেননা যখন দৃশ্যমান হবে যে, একজন যুব তার দক্ষতা প্রয়োগ করে স্বচ্ছতার সাথে অর্থ উপার্জন করে পরিবারকে সহযোগিতা করছে, সমাজ ও রাষ্ট্রে তার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর মাধ্যমে তার সংকট কেটে যাবে এবং তারাও অচিরেই মর্যাদা নিয়ে সমাজে বসবাস করতে পারবে। পরিবার, সমাজ ও দেশকে আলোকিত করার পাশাপাশি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

ফ্রিল্যান্সিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের অনেক কাজ করার সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে, এ সম্ভাবনা আমরা বাস্তবায়ন করে দেখেছি এ ধারা অব্যাহত থাকবে এবং আগামীতে আমাদের জন্য সুফল বয়ে আনবে।

যুববার্তায় লেখা পাঠান

আপনার জেলা ও উপজেলার যুব কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে ফিচার, রিপোর্ট ও বিশেষ নিবন্ধ লিখে পাঠান অনধিক ৪০০ শব্দে।
নির্বাচিত লেখাগুলো নাম ও পরিচয়সহ প্রকাশ করা হবে।
প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ ও ভালো মানের ছবিসহ লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়-

প্রকাশনা শাখা
যুব ভবন
১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
অথবা ই-মেইল করুন- ddpublication@dyd.gov.bd

সম্পাদক কর্তৃক যুব ভবন, ১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত Website: www.dyd.gov.bd www.facebook.com/departmentofyouthdevelopmenthq